স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

উপ-প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্যদের জন্য

জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

আগস্ট ২০২০

এলজিইডি সদর দপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

অধিবেশন-১	১
সূচনা ও শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি, পরিচিতি, কোর্সের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা	১
অধিবেশন-২	২
২.১) জেন্ডার এবং উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান	২
জেন্ডার ভূমিকা	৫
উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকাঃ	৫
পুন:উৎপাদনমূলক (গৃহস্থালী) ভূমিকাঃ	৬
সামাজিক ভূমিকাঃ	৭
২.২) **নারী ও পুরুষের কাজের বিভিন্নতা ও অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা**	৭
অধিবেশন-৩	১১
৩.১) উন্নয়নের পর্যায় আলোচনা	১১
৩.২) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের গুরুত্ব	১৫
অধিবেশন-৪	১৭
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গ্রামের নারীদের সম্পৃক্ততা	১৭
অধিবেশন-৫	২২
আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে পাবসস সমিতির নারীদের অন্তর্ভুক্ত করণের উপায়	২২
অধিবেশন-৬	২৩
৬.১) ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর জন্য সুযোগ	২৩
৬.২) উপ-প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপায় অনুশীলন (ক্ষেত্র, উপায়, নারীর ভূমিকা, পুরুষের ভূমিকা)	২৬
অধিবেশন-৭	২৮
ভিডিও প্রদর্শণ	
অধিবেশন-৮	২৯
সমাপ্তি	

অধিবেশন-১

সূচনা ও শিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি, পরিচিতি, কোর্সের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা

ধাপ - ১ ঃ

প্রশিক্ষণার্থীদের সকলকে দুজন দুজন করে ভাগ করুন। সকলকে বুঝিয়ে বলুন যে, আমরা এখন আমাদের বন্ধুর পরিচয় ও ২টি করে গুণ জেনে নেব এবং সবার সামনে এসে শোনাব।

ধাপ - ২ ঃ

প্রতি দলকে তাদের জোড়ার পরিচয় ও গুণ জানার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। এবার সবাইকে আবার জায়গায় গিয়ে বসার আহ্বান জানান এবং একে একে প্রত্যেক দলকে আহ্বান করুন তাদের বন্ধুর পরিচয় দেবার জন্য।

পরিচয়ের সময় তারা ঃ

(ক) একে অন্যের নাম বলবেন।

(খ) একে অন্যের ২টি করে ভালো দিক বা গুণ বলবেন।

সবার পরিচয় জানার পর সকলকে ধন্যবাদ দিন এবং উপসংহার টানুন এভাবে যে, আমরা সবার পরিচয় ও তাদের ভালো দিকগুলি জানলাম। এ প্রশিক্ষণে আমরা চেষ্টা করবো আমাদের ভালো দিকগুলি মনে রাখতে ও কাজে তার পরিচয় দিতে। ইচ্ছা করলে আমরা অন্যের কাছ থেকে তার গুণগুলো শিখতে পারি যা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণ সূচি পর্যালোচনা

অংশগ্রহণকারীগণ এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে কি বিষয় জানতে চান বা এই কোর্স হতে তাদের প্রত্যাশা কি তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের মতামত পর্যালোচনা করুন এবং প্রত্যাশাসমূহ এক এক করে ফ্লিপচার্ট পেপারে লিখুন।

প্রত্যাশা লিখা ফ্লিপচার্টটি মাস্কীং টেপ দিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে লাগিয়ে রাখুন, অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রশিক্ষণের শেষ দিন কোর্স পর্যালোচনার সময় আমরা এগুলো মিলিয়ে দেখব।

ফ্লিপচার্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সূচী ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য

ফ্লিপচার্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য সমূহ এক এক করে ব্যাখ্যা করুন । এ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন। সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং প্রথম অধিবেশনের আহ্বান জানিয়ে সমাপ্তি টানুন।

অধিবেশন-২
২.১ জেন্ডার এবং উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান

নারী উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেননা মানব জাতির অর্ধেক অংশ রূপে নারী সমাজের উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন কখনও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। জেন্ডার উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে কোন জাতি সমাজের বা দেশের কল্যাণ ও উন্নয়ন।

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, সেই ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি দান। সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন নিশ্চিতকরণ এবং মানুষ হিসাবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি। সকল কর্মকান্ডে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রত্যেক সচেতন নারী ও পুরুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশের নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার,কুপমন্ডুতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র সাংসারিক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। সমাজ ও দেশ গঠন কাজে তাকে কখনও সম্পৃক্ত করা হয়নি। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য যে কার্যক্রম তার পুরোভাগে রয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প জেন্ডার উন্নয়ন তথা নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রকল্পটির অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধাদি বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে যাতে কৃষি উৎপাদন ও অন্যান্য সহায়ক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পায়। কৃষি, প্রাতিষ্ঠানিক, উৎপাদনমূলক, আয় ও কর্মসংস্থানমূলক, নারী উন্নয়নমূলক, পরিবেশগত প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই প্রকল্পের প্রভাব পড়তে পারে। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প সমূহের বাছাই হতে বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল স্তরের কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে এই প্রকল্পের একটি বিশেষত্ব।

আমাদের সমাজে পুরুষেরা সকল কাজে যেভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে নারীরা সেভাবে পারে না, তারা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন। তাই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই প্রকল্পের কর্মীদের এবং পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পুরুষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গ্রাম বাংলা বা আমাদের দেশের সামাজিক কাঠামো ভালভাবে বুঝতে হবে। আমাদের দেশের নারীরা পুরুষের অনুমতি ছাড়া কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণে পুরুষদের বিশেষ করে নারীদের স্বামী, ভাই ও এলাকার গণমান্য ব্যক্তিদের বুঝাতে হবে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন জাতি, কোন সমাজ বা কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

একজন মানুষ এক পা ছাড়া যেমন খোড়া, তার পক্ষে বেশী দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। যে জাতি বা দেশ নারী ও পুরুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করে তারা, যারা নারীদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতে চায় তাদের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে যায়। তারা যেমন তাদের অভাব অনটন দূর করে এবং অন্য মানুষদের সাহায্য করে থাকে

আর যারা অর্ধেক জনগোষ্ঠিকে নিয়ে আগাতে চায়, তারা না পারে নিজেদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে, না পারে অন্যকে সাহায্য করতে।

উন্নয়নে জেন্ডার বলতে কি বোঝায়?

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক, সমাজ কর্তৃক আরোপিত নারী পুরুষের ভূমিকা-যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ - সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন/বিভিন্ন হয়ে থাকে। জেন্ডার তাই সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের পরিচয় বা কার্য নির্ধারণ করে। নারী-পুরুষের মধ্যকার প্রকৃতিসৃষ্ট ও সমাজসৃষ্ট পার্থক্যকে জেন্ডার বলে। তবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার হচ্ছে সমাজসৃষ্ট পার্থক্য যা পরিবর্তনশীল তাকে জেন্ডার বলে।

নারী ও পুরুষের আচার-আচরণ এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে জেন্ডার। যেমন প্রচলিত জেন্ডার ধারণায় নারীরা হলো এছাড়াও সমাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করে জেন্ডার। যেমনঃ রান্না-বান্না, সন্তান লালন পালন সহ শুধু ঘরের কাজই ছিল নারীর কাজ আর আয় উপার্জন, বিচার, সালিশ, রাজনীতি ইত্যাদি সহ যাবতীয় বাইরের কাজ ছিল পুরুষের। ফলে নারীদের জীবন হয়ে থাকে পরনির্ভরশীল। অর্ধেক মানবসম্পদকে পিছনে রেখে কোন দেশের বা জাতির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

একটি ছেলেশিশু ও একটি মেয়েশিশু যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তখন তাদের মধ্যে শারীরিক ভিন্নতা ছাড়া আর অন্য কোন ভিন্নতা থাকে না। কিন্তু আস্তে আস্তে পরিবার ও সমাজ দু'জনের মধ্যে দু'জনের পার্থক্য তৈরী করে। এক কথায় জেন্ডার হচ্ছে নারী-পুরুষের মধ্যকার সমাজ সৃষ্ট সম্পর্ক জেন্ডার হল সমাজসৃষ্ট, আরোপিত, সমাজ-সংস্কৃতি ভিত্তিক, আচার-আচরণগত এবং স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজ-সাংস্কৃতিতে পরিবর্তনীয়।

পার্থক্য দুই ধরনের ঃ   ১- প্রকৃতিসৃষ্ট পার্থক্য ----- ২- সমাজসৃষ্ট পার্থক্য

প্রকৃতিসৃষ্ট পার্থক্য

- নারী ও পুরুষের মধ্যে এক ধরণের পার্থক্য আছে যা শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য, যা আমরা জন্মগতভাবে অর্জন করি এবং যা পরিবর্তন করা যায় না।

সমাজসৃষ্ট পার্থক্য

- ধনী-দরিদ্রের বা শ্রেণীগত পার্থক্য, পোষাকের পার্থক্য, ধর্মগত পার্থক্য, জাতিগত পার্থক্য, বর্ণগত পার্থক্য, ভাষাগত পার্থক্য, গ্রামীণ ও শহুরে মানুষের মধ্যকার পার্থক্য, নারী ঘরে কাজ করবে, পুরুষ বাহিরে কাজ করবে ইত্যাদি।

উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়?

উন্নয়ন বলতে মানুষের বর্তমানের চাইতে উন্নততর জীবন যাপনকে বোঝায়। একজন মানুষ তার পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে উন্নততর জীবন যাপন করছে কি না; উন্নততর জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক পরিস্থিতি বিদ্যমান আছে কিনা; ব্যক্তি মৌলিক চাহিদা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি ভোগ করে কিনা এ সবই 'উন্নয়ন' অর্থে বিবেচনা করা হয়। আবার উন্নয়নকে এক কথায় গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তন বলা হয়ে থাকে।

এক সময় 'উন্নয়ন' কে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিমাপ করা হতো। মনে করা হতো মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়লেই তার উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালে কেবল অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে জনগণের 'উন্নয়ন' পরিমাপ করা হয় না।

উন্নয়ন ঃ চার ধরনেরঃ

- **সামাজিক**

- **রাজনৈতিক**

▶ আয়মূলক

▶ শিক্ষা

পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ব্যক্তির জীবন যাপনের মান এবং 'মর্যাদা' এগুলো অবশ্যই উন্নয়ন ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষের শুধু মৌলিক কতগুলো চাহিদা পূরণ হলেই তার উন্নয়ন হয়েছে বলা যাবে না। সামগ্রিকভাবে মানুষের সার্বিক উন্নয়নকে বিবেচনা করতে হবে। দারিদ্র্য মোচন, আয়-উপার্জন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, সমতা বা বৈষম্যহীনতা, স্বাধীনতা, মানবাধিকার, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, ভোটাধিকার অর্জন ও প্রয়োগ, জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন, সৃজনশীলতার বিকাশ, নারী-পুরুষের অসমতা বিলোপ, উত্তরাধিকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ন্যায্য মজুরি ইত্যাদি সকল বিষয়ে উন্নয়নই উন্নয়নের অন্তর্ভূক্ত। আর এ সব মুক্ত-বাধা-বন্ধনহীনভাবে অর্জন করতে পারলেই 'মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ' সম্ভব হয়। মানুষের অগ্রসর হতে পারে।

উন্নয়ন হল চলমান প্রক্রিয়া। যদি উন্নয়নের জন্য সূচক নির্ধারণ করতে হয় তাহলে উল্লেখিত প্রত্যেকটির জন্য মাপকাঠি/সূচক ঠিক করতে হবে। তাহলে জনগণের (নারী-পুরুষ বিবেচনায় রেখে) কোন অংশ সামাজিকভাবে কোথায় অবস্থান করছে তা নির্দিষ্ট করা যাবে।

'উন্নয়ন' ধারণাটি মূলত ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সামগ্রিক অগ্রসরতাকেই বোঝায়। খন্ডিতভাবে কোন অংশের উন্নয়ন সম্ভব হলেও প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন ঘটবে না। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একটির সাথে আর একটি সম্পর্কযুক্ত। আর উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে জনগণের সকল অংশের, সকল নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ প্রয়োজন, অংশগ্রহণের সুযোগ ও সহায়ক পরিবেশ থাকাও প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সম্মিলিত ইতিবাচক অংশগ্রহণেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

জেন্ডার ভূমিকা

প্রতিটি সমাজে নারী ও পুরুষ তিন ধরণের ভূমিকা পালন করে থাকেঃ

সমজাতীয় কাজের সমষ্টিক নাম হলো ভূমিকা। কাজেই এ পৃথিবীতে নারী এবং পুরুষেরা যে যে কাজগুলো করে তাদেরকে এক কথায় বলে জেন্ডার ভূমিকা।

জেন্ডার ভূমিকা তিন ধরনেরঃ

উৎপাদনমূলক (আয়মূলক) ভূমিকাঃ যেসব কাজ করলে আয় হয় সে সব কাজগুলোকে এক কথায় উৎপাদনমূলক ভূমিকা বলে। এই আয় সরাসরি অর্থের মাধ্যমে হতে পারে আবার দ্রব্যের মাধ্যমেও হতে পারে যার কিছু না কিছু বিনিময় মূল্য আছে।

যেমনঃ চাকুরী করা, ব্যবসা করা, রিক্সা চালানো, ইট ভাঙ্গা, জমি চাষবাদ করা ইত্যাদি।

সরাসরি অর্থের সাথে জড়িত বলে এ জাতীয় কাজ সব সময় বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং যারা এ ধরণের কাজের সাথে যুক্ত তাদের মর্যাদা বেশী।

- আমাদের সমাজে আয়মূলক কাজের সাথে সাধারণতঃ **পুরুষরাই বেশী যুক্ত।**

পুনঃউৎপাদনমূলক (গৃহস্থালী) ভূমিকাঃ এ জাতীয় কাজগুলো কোনো বিনিময় মূল্য ছাড়াই নিজেদের প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। যেমনঃ

- সন্তান ধারণ ও লালন-পালনঃ সন্তান ধারণ, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো এবং পরিচর্যা।
- বাড়ীঘর রক্ষণাবেক্ষণ ঃ খাবার প্রস্তুতি, বাড়ীঘর পরিস্কার, পানি সংগ্রহ, জ্বালানী সংগ্রহ, বাড়ীতে শাক সবজি লাগানো, গৃহপালিত পশু পাখির যত্ন।
- শ্রম শক্তির যত্ন ঃ অতীত (দাদা-দাদী, নানা-নানী, বাবা-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী), বর্তমান (স্বামী-স্ত্রী, ভাইবোন, দেবর-ননদ ইত্যাদি), ভবিষৎ (পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনী)

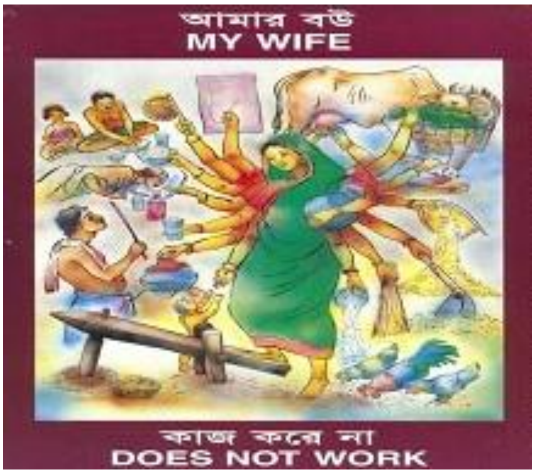

নারীদের কাজ	পুরুষদের কাজ
• গৃহস্থালীর কাজঃ ১. সকালে সবার আগে ঘুম থেকে উঠে বাড়ী-ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা ২. থালা-বাটিসহ বাসী সব কিছু ধোয়া মোছা করা ৩. সন্তানসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ঘুম থেকে উঠানো এবং হাত-মুখ ধোয়ার পানির ব্যবস্থা করা ৪. সকলের জন্য সকালের নাস্তা তৈরী করা এবং সকলকে তা সময়মত পরিবেশন করা ৫. স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাজে যাবার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যোগাড় করে দেয়া ৬. পরিবারের সবার কাপড় ধোয়া ৭. দুপুরের রান্নার যোগাড় করা ৮. রান্নার জন্য জ্বালানী সংগ্রহ ৯. পানি সংগ্রহ ১০. দুপুরের রান্না করা ১১. সন্তানের লেখাপড়ার তদারকি করা ১২. দুপুরের খাবার পরিবেশন এবং সবার শেষে নিজে খাওয়া ১৩. একইভাবে রাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সকল কাজ শেষ করে সবার শেষে ঘুমাতে যাওয়া • উৎপাদনমূলকঃ ১. বাড়ীর উঠানে শাক-সবজি লাগানো ২. ফসল তোলার পূর্ব ও পরবর্তী সকল কাজ করা ৩. ফসল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ৪. নানারকম হস্ত শিল্পের কাজ করে পরিবারের চাহিদা মেটানো এবং আয় বৃদ্ধি করা ৫. গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন ৬. সকল ধরণের পণ্য বা উৎপাদিত সামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য ব্যবস্থা করা • প্রজনন সম্পর্কিতঃ ১. সন্তান ধারণ ২. সন্তান জন্মদান ও দুধ পান করানো ৩. সন্তান লালন-পালন • সেবামূলকঃ ১. পরিবারের বয়স্ক বিশেষ করে বৃদ্ধদের দেখাশুনা করা ও সেবা যত্ন করা ২. রোগীদের সেবা করা ৩. ঔষধ-পথ্য সময়মত সেবন করানো • সামাজিকঃ ১. প্রতিবেশীদের বিভিন্ন কাজে বা অনুষ্ঠানাদিতে সহায়তা করা ২. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং অতিথি আপ্যায়ন করা ৩. সাংগঠনিক কাজে জড়িত থাকলে সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করা	• গৃহস্থালীর কাজঃ ১. সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্যক্তিগত কাজ সেরে তৈরী খাবার গ্রহণ করা ২. অন্যে যোগাড় করে দেয়া সরঞ্জামাদি নিয়ে মাঠে বা যে কোন কর্মস্থলে যাওয়া ৩. বাজার করা ৪. সন্তানের লেখাপড়ার তদারকি করা • উৎপাদনমূলকঃ ১. হালচাষ করা ২. বীজবপন ও রোপন করা ৩. ক্ষেত নিড়ানি দেয়া ৪. সার সংগ্রহ ও প্রয়োগ করা ৫. কীটনাশক ঔষধ সংগ্রহ ও ব্যবহার ৬. ফসল কর্তন ও প্রক্রিয়াকরণ ৭. ফসলসহ অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করা • প্রজনন সম্পর্কিতঃ ১. সন্তান জন্মদানে ভূমিকা • সেবামূলকঃ ১. রোগীর ঔষধ কেনা • সামাজিকঃ ১. প্রতিবেশীদের বিভিন্ন কাজে বা অনুষ্ঠানাদিতে সহায়তা করা ২. সাংগঠনিক কাজে জড়িত থাকলে সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করা

একজন নারী এত কাজ করার পরও স্বীকৃতি পায় না। পুরুষরা বলে, "আমার বউ কাজ করে না"।
উল্লেখ্য বাঁচতে শেখা নামক ১টি এনজিও আমার বউ কাজ করে না শিরোনামে একটি পোষ্টার প্রকাশ করেছেন, প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

- জীবন ধারণ ও মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ জাতীয় কাজ অপরিহার্য। এ কাজগুলো নিজেদের প্রয়োজনে বাড়ীতে করা হয় বলে এতে কোন আয় হয় না তবে ব্যয় সাশ্রয় করে। অথচ এই একই কাজ যদি অন্যের বাড়ীতে বা অন্য কোথাও করা হয় তবে তার থেকে আয় হয়।
- আয় হয় না বলে গৃহস্থালী কাজকে সাধারণতঃ কম গুরুত্ব দেয়া হয় বা বেশী ভাগ ক্ষেত্রে এ গুলোকে কাজ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয় না।
- আমাদের দেশে সাধারণতঃ এ কাজগুলো নারীরাই করে থাকে। এ ক্ষেত্রে পুরুষের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে।

সামাজিক ভূমিকাঃ

এ জাতীয় কাজগুলো সাধারণতঃ কোন বিনিময় মূল্য বা পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়।

সামাজিক ভূমিকা দু'ধরনের।

- **সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক ভূমিকা ঃ**

  এ জাতীয় কাজগুলো সমাজের সকলের উপকারার্থে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়। যেমন- গ্রামে কোনো পুরাতন সাঁকো মেরামতকরা, কোথাও রাস্তা ভেঙ্গে গেলে সেটা মেরামত করা, বাঁধ নির্মাণ করা, বিয়ে বাড়ীতে সবাই মিলে কাজ করে দেয়া, কাউকে মৃত্যুবরণ করলে তার সৎকার করা, সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করা ইত্যাদি।

এ জাতীয় কাজ সাধারণতঃ সমাজের উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থেই করা হয়ে থাকে। এ কাজগুলো সাধারণতঃ নারী-পুরুষ উভয়েই করে থাকে।

- **সামাজিক ও রাজনীতিক ভূমিকাঃ**

এ জাতীয় কাজগুলোও পারিশ্রমিক ছাড়াই সমাজের কল্যাণে করা হয়ে থাকে। যেমন- বিচার-শালিস করা, কোনো কাজে সিদ্ধান্ত দেয়া, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, সামাজিক কোনো কাজে নেতৃত্ব দেয়া ইত্যাদি। এ কাজগুলো সাধারণতঃ সমাজের উন্নয়ন ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য করা হয়ে থাকে।

এ জাতীয় কাজ সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব দান, আত্মতৃপ্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন, সর্বোপরি মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত। আমাদের সমাজে এ কাজে পুরুষের অংশগ্রহণই বেশী। নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।

যে সকল সমাজে নারী ও পুরুষ এই তিন ধরণের ভূমিকায় সমভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে সেই সমাজ অন্য সমাজ থেকে এগিয়ে থাকে। আমাদের সমাজ এই তিন ধরণের ভূমিকায় নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করে না। আমাদের দেখতে হবে এই তিন ধরণের ভূমিকায় নারী ও পুরুষ সমান অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন- আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে নারীদের সম্পৃক্ত করা। যেমন- কর্মসংস্থান (মাটি কাটা, গাছ লাগানো, গাছের যত্ন, রাস্তা বেড়ীবাঁধ ও মেরামত ইত্যাদি) আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড; (কৃষি কাজ, শাকসব্জি চাষ, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, হস্তশিল্পের কাজ, বিউটি পার্লার, বাঁশ বেতের কাজ, নকশি কাথা ও কুটির শিল্প ইত্যাদি)

যে পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়ই আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে জড়িত তারা তুলনামূলকভাবে, যেখানে এককভাবে পুরুষ আয় করে তাদের চেয়ে সচ্ছল। আমাদের দেশে নারীদের দূরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ কম। তারা বাড়িতে বসেই হাঁস-মুরগী, গরুছাগল, শাকসবজি চাষ, বাঁশ-বেতের কাজ করতে পারেন পাশাপাশি যাদের পুকুর আছে তারা ভাল জাতের মাছ সঠিক পদ্ধতিতে চাষ করে বা অন্যান্য সুবিধাজনক কাজ করে আয় বাড়াতে পারেন।

অধিবেশন-২

২.২ নারী ও পুরুষের কাজের বিভিন্নতা ও অর্থনৈতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা

এই আলোচনায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষনার্থীদের কাছ থেকে জানবেন যে নারী ও পুরুষের কাজের বিভিন্নতা কোন কোন ক্ষেত্রে ঃ

প্রশিক্ষনার্থীদের কাছ থেকে আসা তথ্যাদী কার্ডে লিখে দেয়ালে আটকাতে হবে, তার পর কোন কাজগুলি নারী করে এবং কোন কাজগুলি পুরুষ করে তা আলাদা করতে হবে ঃ

১. যে প্রকল্পে মাটির কাজ আছে, গাছ লাগানোর কাজ আছে, সেখানে তারা পুরুষদের মত সমান মজুরী পাবে, কাজের সময় বাচ্চা রাখার শেড থাকবে, পানি খাওয়া ও এলসিএস সদস্যদেরকে উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. পাবসস'র হিসাবে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে এলসিএস সদস্যদের প্রয়োজনমত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৩. পাবসস কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে এলসিএস সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (সমবায়, পশু সম্পদ উন্নয়ন, মহিলা, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, এলাকার বাণিজ্যিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৪. দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন আনা জরুরী। নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করার লক্ষ্যে তাদেরকে কৌশলগত চাহিদা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতা অর্জনও সম্ভব হবে।

৫. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারসমূহ চিহ্নিত করে ঐসব পরিবারের স্বল্প বা মাঝারী শিক্ষিত সদস্যদের বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা। যাতে প্রশিক্ষিত যুবক/যুবতী পরিবারের আয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান তৈরী করতে পারে। তন্মধ্যে ড্রাইভিং, মটর মেকানিক্স, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ ইত্যাদি কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে।

৬. গ্রামীণ স্বল্প ও মাঝারী আয়ের নারীদের ব্যবহারের জন্য স্বল্পমূল্যের সেনিটারী নেপ্‌কিন্‌ প্রকল্প হাতে নেয়া যা গ্রামীণ পরিসরে খুবই চাহিদাসম্পন্ন হতে পারে।

৭. বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদনে নারীদের উৎসাহিত করা এবং বিশেষ স্কীম চিহ্নিত করে তা চালু করা। যেমন পাপস তৈরীর ক্ষেত্রে আগ্রহী নারীদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে Microfinance Source এর সাথে সংযোগ করে দেওয়া যাতে এরা টেকসই প্রক্রিয়ায় এহেন স্কীমসমূহ পরিচালনা করতে পারে।

৮. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে পরিবেশবান্ধব বন্ধুচুলা ব্যবহার এর জন্য ব্যাপক প্রচার চালানো এবং উৎসাহ প্রদান, প্রয়োজনে SSWRDP-2 থেকে এসব খাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে বন্ধুচুলা ব্যবহার সমবায়ীদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা।

৯. বিউটি পার্লার এর মত স্কীম যেখানে প্রযোজ্য হতে পারে তার সম্ভাব্যতা দেখে কোন কোন এলাকায় আগ্রহী নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১০. ফ্রি কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয় এমন সব প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চিহ্নিত করে সেখানেও পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১. ফিজিও থেরাপী ও ফাস্টএইড প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মী তৈরী করা যাতে তারা নিজেদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবায় অবদান রাখতে পারে।

১২. Verme Compost এর মত প্রশিক্ষণ কোথায় উপযোগী তা চিহ্নিত করে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১৩. Honey Culture ও মুক্তাচাষ ইত্যাদি স্কীমসমূহ কোথায় উপযোগী তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

১৪. প্রকল্প এলাকায় Bio-Gas Plant এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে Bio-Gas Plant স্কীম চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থনৈতিক কাজের সাথে নারীর সম্পৃক্ততা ঃ

অধিবেশন-৩

৩.১ উন্নয়নের পর্যায় আলোচনা ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে প্রধানত: তিনটি পর্যায় অনুসরণ করা হয়

প্রথম পর্যায় ঃ

উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই

এই **পর্যায়ে** এলাকাবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। উপ-প্রকল্প স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদ যৌথভাবে চিহ্নিত করে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকল্প চিহ্নিত করার সময় নারীদের অংশগ্রহণ আছে কিনা, তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে কি না। অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (পিআরএ) পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ

উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

লক্ষ্য রাখতে হবে উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের সময় নারীদের সঠিক অংশগ্রহণ আছে কি না। উপ-প্রকল্প নকশার উপর এলাকাবাসীর সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করে। একই ভাবে নারীদের সুবিধা অসুবিধা প্রকল্পের নকশার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে কি না। আমাদের প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ বা এলাকাবাসীদের বর্তমান অবস্থা থেকে আরও ভাল অবস্থায় উন্নীত করা। কোন এলাকার উন্নয়ন সম্ভব না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস করা হয়। উন্নয়নের জন্য বা দারিদ্রতা হ্রাস করার জন্য কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যথা:

১। দরিদ্র মানুষের সংগঠিত হওয়া।

২। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া।

৩। বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে সুযোগ গ্রহণ করা।

৪। প্রশিক্ষণ গ্রহন করা এবং

তৃতীয় পর্যায় ঃ

নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষন

তৃতীয় **পর্যায়ে** নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে। আমাদের এলাকাবাসী এবং পাবসস এর সদস্যদের বুঝাতে হবে, এলাকায় মানুষ যদি গরীব থেকে যায় তাহলে এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস পাবে না। এলাকায় কিছু মানুষ আছে যাদের কোন সম্পদ নাই, তাদের কোন দক্ষতা নেই এবং আয় সংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু নারীরা আছেন যাদের স্বামী নেই বা পঙ্গু, স্বামী পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা, যাদের বিশেষ দক্ষতা নেই, লেখাপড়া নেই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, কয়েক পরিবারের কয়েকজন সদস্য আছেন যাদের ভরনপোষণ তাদের নির্বাহ করতে হয়, তারা গরীব পুরুষের চেয়েও গরীব। কিন্তু এই সকল মানুষের কায়িক শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা আছে। পাবসস এর সদস্যদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সকল দুঃস্থ মানুষকে চিহ্নিত করে জানানো যে প্রকল্পে মাটির কাজে,গাছ লাগানোর কাজ আছে, সেখানে তারা পুরুষদের মত সমান মজুরী পাবে, কাজের সময় বাচ্চা রাখার শেড থাকবে, পানি খাওয়া ও টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে; এতে তাদের কর্মসংস্থান হবে এবং দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।

এলসিএস সদস্যদেরকে উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাবসস'র হিসাবে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে এলসিএস সদস্যদের প্রয়োজন মত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পাবসস কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে এলসিএস সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (সমবায়, পশু সম্পদ উন্নয়ন, মহিলা, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, এলাকার বাণিজ্যিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। মানুষ দু'ভাবে জীবন যাপন করতে পারে। একটি পথ হচ্ছে প্রচলিত সকল প্রথা, ঐতিহ্য আইন কানুন ও নিয়ম নীতিকে কোনো প্রশ্ন না করে গ্রহণ ও বারবার অনুসরণ করা এবং এগুলোকে অব্যাহতভাবে চলতে দেয়া।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৬-২০৩০) SDG

২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫খ্রিঃ তারিখে জাতিসংঘের ৭০ তম অধিবেশনে ১৯৩ টি দেশ ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) আনুষ্ঠানিক গ্রহন করে। দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধামুক্তি, অসমতা দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ফল ও এর প্রভাব মোকাবেলা করা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা, জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি অর্জনে ১৭ টি নতুন টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষের ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এসডিজির ৫ নং গোল জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ও শিশুর ক্ষমতায়ন নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ৫ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন এর অধীন টার্গেট সমূহ ঃ

৫.১ঃ সকল ক্ষেত্রে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বৈষম্য নিরসন।

৫.২ঃ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পাচার, যৌন নিপীড়ন এবং সকল ধরনের শোষণসহ নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সব ধরনের সহিংসতা দূরীকরণ।

৫.৩ঃ সব ধরনের ক্ষতিকর চর্চা যেমন- বাল্যবিবাহ, বয়সের পূর্বে বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী প্রজনন অঙ্গহানির মত ক্ষতিকর প্রথাগুলোর রহিতকরণ।

৫.৪ঃ সরকারী সেবাসমূহে অবকাঠামো এবং সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা, গৃহকর্মে অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্ব পালনের বিষয়ে পরিবার এবং জাতীয় পর্যায়ে সহমতসহ নারীর গৃহকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি লাভ।

৫.৫ঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তি জীবনের সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারীর পূর্ন ও কার্যকর অংশগ্রহন ও সমসুযোগ নিশ্চিতকরণ।

৫.৬ঃ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মোলন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর এ্যাকশন এর সর্বজনীন ঘোষণা অনুযায়ী যৌনতা, প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের স্বীকৃতি নিশ্চিতকরণ।

৫.কঃ অর্থ সম্পদ, জমি ও অন্যান্য সম্পদ, আর্থিক সেবাসমূহ, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদেও মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান আইন যুগোপযোগীকরণ।

৫.খঃ নারীর ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৫.গঃ জেন্ডার সমতা সম্প্রসারনে সর্বস্তরের নারী ও কন্যাশিশুর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু নীতি ও প্রয়োগযোগ্য আইন এবং বাস্তবায়ন।

ক) সকল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী ও তার বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ।

খ) নারী ও পুরুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ ও সেবা লাভের সুযোগ সৃষ্টি।

গ) নারীর জন্য সকল প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

ঘ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সব ধরণের শিক্ষা লাভের সুযোগ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি।

ঙ) আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উপার্জন সুবিধা লাভের জন্য নারীকে সংগঠন বা সমিতি করার সুযোগ প্রদান।

চ) সকল প্রকার সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণে সুযোগ প্রদান। যেমন- বিচার-সালিশ বা সভা সমিতিতে নারীর অংশগ্রহণ।

ছ) সকল প্রকার ঋণ, কৃষিকর্ম, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও উপযুক্ত প্রযুক্তি সুবিধা এবং ভূমি ও কৃষি সংস্কার ও পুনর্বন্টনে নারীর সমান অধিকার বা অংশগ্রহণ।

জ) গৃহায়ণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা এবং পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে নারীর জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা সৃষ্টি।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার বিষয়ক রূপকল্পের আলোকে নারী-পুরুষ সমসুযোগ, সমঅধিকার ভোগ করবে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীর সমান অবদান থাকবে। পরিকল্পনায় মিশন হলো উন্নয়নমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক যৌথ পদক্ষেপের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক বাধাসমূহ দূরীকরণ এবং আত্মনির্ভরশীল হিসাবে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জনে উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- নারীর মানব দক্ষতা উন্নয়ন ঃ নারী ও কন্যাশিশুর স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, প্রজনন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা তথ্যসেবা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করা।

- নারীর অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি ঃ উৎপাদনশীল সম্পদ, সেবা, দক্ষতা, সম্পত্তি, নিয়োগ, আয়, কারিগরী, আর্থিক সুবিধাদি এবং ভূমি, পানি, অরন্য ইত্যাদিতে নারীর প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা।

- নারীর ভয়েস এবং এজেন্সী উন্নতকরণ ঃ পাবলিক ও প্রাইভেট খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহনকারী হিসাবে এবং রাজনীতি ও নেতৃত্বে নারীর পদবৃদ্ধি এবং নারী কন্যাশিশুর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের নিজস্ব অধিকারবোধ জাগ্রত করা।

- নারীর ক্ষমতায়নে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি ঃ এক্ষেত্রে মূল বিষয় হলো আইনের প্রয়োগ, নিয়মিত জেন্ডার বিভাজিত ডাটা সংগ্রহ, জেন্ডার কৌশলসমূহ পরিবীক্ষণ ও জেন্ডার ইস্যুসমূহ অনুধাবন করা ইত্যাদি।

- **উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্র** ঃ

➢ মানব উন্নয়ন সুবিধাসমূহ প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি

➢ উৎপাদনশীল সম্পদের উপর প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

➢ অংশীদারিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহন বৃদ্ধি

➢ নির্দেশনামূলক আইনী ও বিধিসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি

➢ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, জবাবদিহিতা এবং পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

➢ সংকট ও আঘাত হতে সুরক্ষা ও প্রত্যাবর্তনের সুযোগ বৃদ্ধি

➢ সামাজিক ইতিবাচক মানদন্ড প্রবর্তন।

➢ এতে সমাজের সবার মঙ্গল ও উপকার সাধিত হয়।

অধিবেশন-৩

৩.২ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের গুরুত্ব ঃ

আমাদের দেশে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন। তাই নারীদের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কারণ মানব জাতির অর্ধেক অংশ রূপে নারী সমাজের উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন কখনও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। নারী উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পদক্ষেপ সমূহ ঃ

ক) নারীর অবস্থা বা বাস্তবমূখী চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রকল্প যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে এলসিএস-এ এক তৃতীয়াংশ নারী নিয়োগের মাধ্যমে।

২। নারীকে গাছ লাগানো, গাছের যত্ন, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত অন্তর্ভুক্ত করে।

৩। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করে (কৃষি কাজ, শাক সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি)।

৪। খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ও স্লুইচ গেইট নির্মাণ করে তাদের এলাকার কৃষি ও মৎস্য চাষ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে।

৫। বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে যেমন- কৃষি, মৎস্য চাষ, ঋণ কার্যক্রম, নেতৃত্ব, সমবায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড।

খ) নারীর অবস্থান বা কৌশলগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১। এলসিএস এর নেতৃত্বে নারীকে সভাপতি ও সেক্রেটারী পদে অন্তর্ভুক্ত করে।

২। এলসিএস এ নারীদের সমমজুরী প্রদানের মাধ্যমে।

৩। পাবসস এ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ পদে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৪। পাবসস এর বিভিন্ন উপ-কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ নারী অন্তর্ভুক্ত করে ।

৫। পাবসস এর বিভিন্ন মিটিং এ নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৬। প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে।

গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা

২। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা

৩। বাঁধ, খাল এবং অবকাঠামোসহ সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজ তদারকি করা

৪। অবকাঠামোর কাছাকাছি কোন নারী সদস্যের বাসস্থান হলে, বর্ষাকালে অবকাঠামোর অবস্থা ও পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা এবং তা কমিটিকে জানানো (সম্ভব হলে প্রতিবেদন তৈরী করা কিংবা তৈরীতে সহায়তা করা)

৫। কোন নারী সদস্যের বাসস্থান যদি কোন অবকাঠামোর কাছাকাছি হয় এবং অবকাঠামোটি যদি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয় তা হলে তা পরিচালনা করা, যেমন- স্লুইস গেইটের কপাট খোলা ও বন্ধ করা।

৬। অবকাঠামোসমূহে কোন প্রকার ত্রুটি আছে কিনা তা চিহ্নিত করা, যেমন- কোন লিক বা ছিদ্র আছে কিনা।

৭। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের জন্য উপকারভোগীদের নিকট থেকে অনুদান সংগ্রহ করা।

৮। সাধারণ সভাসহ যে কোন সভার মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পাবসস সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯। পাবসস বা প্রকল্প আয়োজিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা নারী ও জেন্ডার বিষয়ে যে কোন সভা/ প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা।

ঘ) পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

২। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

৩। সমিতির যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মতামত পেশ করা, যেমন- সমিতির সাপ্তাহিক বা মাসিক চাঁদা বা শেয়ার নির্ধারণ করা।

৪। নারী সদস্য বাড়ানোর ব্যাপারে সহযোগীতা করা, যেমন- এলাকার নারীদেরকে সমিতির উপকারীতা সম্পর্কে বুঝানোর মাধ্যমে নতুন সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করা।

৫। সাধারণ সভাসহ যে কোন সভার মাধ্যমে পাবসস সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যেমন- সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা দিয়ে নিজ নিজ মূলধন বাড়ানো এবং তা দিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ শুরু করা।

৬। যে কোন প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের সময় নারী সদস্যদের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া এবং উক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করা।

৭। পাবসস বা প্রকল্প আয়োজিত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কিংবা নারী ও জেন্ডার বিষয়ক যে কোন সভা/ প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা।

অধিবেশন-৪

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গ্রামের নারীদের সম্পৃক্ততা

বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন

- বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন হচ্ছে আইনসিদ্ধ/আইনগত বিয়ের একটি বিশেষ শর্ত বা প্রমাণ।
- বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন হলে সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- তালাক, দেনমোহর, ভরণপোষন ও সন্তানের অভিবাবকত্ব ইত্যাদির ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়।
- বিবাহিত জীবনের স্থায়িত্ব বাড়ে।
- স্ত্রীরও স্বামীকে তালাক দেয়ার সুযোগ থাকে।
- নারী নির্যাতন কম হয়।

বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন না করার শাস্তি

- এটি একটি দন্ডনীয় অপরাধ।
- বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন না করলে তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি হতে পারে।

যৌতুক

- বিয়ের আগে বা পরে বরপক্ষ কনেপক্ষের নিকট শর্ত হিসাবে কোন কিছু দাবী করা।
- দেনমোহর যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- যৌতুক দেয়া ও নেয়া আইনত নিষিদ্ধ।

যৌতুকের জন্য শাস্তি

- যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান কিংবা গ্রহণ করেন অথবা যৌতুক দেয়া-নেয়াতে সহায়তা করেন তবে তার এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি হতে পারে।
- যৌতুকের জন্য স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, পিতা-মাতা বা আত্নীয়ের দ্বারা মৃত্যু ঘটলে বা গুরুতর জখম হলে, সেই ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হতে হবে।

যৌতুকের বিচার

- যৌতুক সংক্রান্ত যে কোন অপরাধ হওয়ার এক বছরের মাঝে এই সম্পর্কে অভিযোগ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে দায়ের করতে হয়।
- এক বছর সময়সীমা পার হয়ে গেলে আদালত এই সম্পর্কে কোন অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণ করেন না।

যৌতুক প্রতিরোধের উপায়

- যৌতুকের খারাপ দিক সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা।
- যৌতুকের কারণে কোন বিয়ে না হলে বা ভেঙ্গে গেলে পাবসস এর সকল সদস্য একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করা।

- এক পাবসস এর ছেলের সাথে অন্য পাবসস এর মেয়ের যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা।
- একই পাবসস এর সদস্য/সদস্যাদের ছেলেমেয়ের যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা।
- বিবাহযোগ্য মেয়েদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়বর্ধক কাজের দ্বারা স্বাবলম্বী করে তোলা।
- প্রয়োজনবোধে আইনের ব্যবস্থা নেয়া।

তালাক

- আইনত: রেজিষ্ট্রেশন ছাড়া মুখে তালাক কখনও কার্যকর হয় না।

আইনগত তালাকের নিয়ম

- তালাক ঘোষণার পর যথাশিঘ্রী/যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ দিবেন এবং তার একটি নকল/কপি অবশ্যই স্ত্রীকে দিবেন।
- চেয়ারম্যানের নিকট নোটিশ দেয়ার নব্বই দিন (তিন মাস) আগে তালাক কার্যকর হয় না।
- গর্ভাবস্থায় তালাক দিলেও সন্তান জন্মের আগে তালাক কার্যকর হয়না।
- আইন অনুযায়ী তালাকের পর উভয়পক্ষ যদি আবার মিলিত হতে চান, তবে মধ্যবর্তী সময়ে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে (ইলা) বিয়ে না করেই পূর্বের স্বামীকে বিয়ে করতে পারেন।

বেআইনী তালাকের শাস্তি

- আইন অনুযায়ী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া না হয় তাহলে আইন অমান্যকারীর কমপক্ষে ১ বৎসর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই এক সাথে হতে পারে।
- বেআইনী তালাকের জন্য পারিবারিক আদালতের আশ্রয় নিতে হয়। এখানে খুব কম খরচে এবং তাড়াতাড়ি মামলার বিচার পাওয়া যায়।

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪

- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে সর্বক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নারীর অধিকতর অংশগ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীর অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি অব্যাহত রাখা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি, বৈষম্য বন্ধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে গৃহীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- নারীর কর্মের স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে এবং চলাফেরার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রচার বন্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের পাশাপাশি কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- নারী শ্রমের মর্যাদা সুরক্ষা করা, শিল্প-বাণিজ্য ও সেবা খাতে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও অব্যাহত রাখা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নারী-শিশুর উন্নয়ন ক্ষমতায়নে কর্মসূচীসমূহ ঃ

কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ (উপজেলা পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচী।	বিডব্লিউসিসিআই
হরিজন শ্রেণির নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরণ কর্মসূচী।	কেয়ার ফর মাদার এন্ড চিলড্রেন ফাউন্ডেশন
নারী আইসিটি ফ্রি-লান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।	এস এম ই ফাউন্ডেশন
সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম।	স্পন্দন-বি
প্রারম্ভিক মেধা বিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি।	আইসিএইচভি
কিশোর-কিশোরী সুরক্ষা ক্লাব গঠন ও টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ বন্ধ, বয়ঃসন্ধি স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুগঠিত করা।	স্বর্ণ কিশোরী নেটওয়ার্ক ফাউন্ডেশন
কারিগরি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
হবিগঞ্জ জেলার সুবিধা বঞ্চিত নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মসূচী।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার শীর্ষক কর্মসূচী	জাতীয় মহিলা সংস্থা
বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর লাইব্রেরী শক্তিশালী করণের জন্য অটোমেশন ও ডিজিটালইজেশন (কেন্দ্রিয় কার্যালয় ও ৬৪ জেলা) শীর্ষক কর্মসূচী	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
শিশু ও বিশ্বকোষ সংস্করণ, অভিধান, চিরায়ত সাহিত্য ও ঐতিহ্য পরিচিতিমূলক গ্রন্থ ও প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচী।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
জয়িতা ব্রিজিং কর্মসূচী (২য় পর্যায়)	জয়িতা ফাউন্ডেশন
জয়িতা-র পণ্যের বৈচিত্রকরণ	জয়িতা ফাউন্ডেশন
জয়িতার খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালী করণ কর্মসূচী	জয়িতা ফাউন্ডেশন
গর্ভ হতে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর বিকাশে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ শীর্ষক কর্মসূচী।	সূচনা ফাউন্ডেশন
নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িতা-বান্দরবান)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিট (অপরাজিতা) স্থাপনের মাধ্যমে নারী উদ্যেক্তাদের উৎপাদিত পন্যসামগ্রীর আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচী।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
এফপিএবির পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের (এফডিসি) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষন প্রদান ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচী।	এফপিএবি
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান শীর্ষক কর্মসূচী।	এফপিএবি
জাতীয় মহিলা সংস্থার ৫টি জেলা (গোপালগঞ্জ, নড়াইল, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) কমপ্লেক্স ভবন ও প্রধান কার্যালয় শক্তিশালীকরণ শীর্ষক কর্মসূচী।	জাতীয় মহিলা সংস্থা
আমার ইন্টারনেট আমার আয় শীর্ষক কর্মসূচী	জাতীয় মহিলা সংস্থা
উপজেলা পর্যায়ে তৃণমূল নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	এআরপি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নারী-শিশুর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে প্রকল্পসমূহ ঃ

কর্মসূচীর নাম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব)	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ইনভেস্টমেন্ট কম্পোনেন্ট ভার্নারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নলিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৫০শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মোটাবেলিক হাসপাতাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা।	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
জেনারেশন ব্রেক থ্রুর অধীনে ১৫০ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন নার্সেস হোস্টেল স্থাপন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
সোনাইমুড়ি, কালীগঞ্জ, আড়াইহাজার ও মঠবাড়িয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

গাজীপুর জেলায় কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
ইনকাম জেনারেটিং এক্টিভেটিস ট্রেনিং অফ উইমেন এট উপজেলা লেভেল	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধনে ৩০টি উপজেলায় বেকার মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ।	জাতীয় মহিলা বিষয়ক সংস্থা
জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্প (৬৪ জেলা)	জাতীয় মহিলা বিষয়ক সংস্থা
তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন	জাতীয় মহিলা বিষয়ক সংস্থা
শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (২য় পর্যায়)	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

অধিবেশন-৫

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে পাবসস সমিতির নারীদের অন্তর্ভুক্ত করনের উপায় ঃ

এই প্রকল্পে নারীদের জন্য শাক সবজি ও বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বিত খামার উন্নয়ন, পুকুরে মাছ চাষ, বসতভিটায় সবজি চাষ, হাঁস মুরগী পালন ও টিকাদান, পরিবেশগত সচেতনতাবৃদ্ধি, খামার ভিত্তিক আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

- নারীদের উচিত পাবসস-এর সদস্য হওয়া।
- নিজের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা দেয়া।
- আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের আর্থিক উন্নয়ন করা তাতে পরিবারে তথা সমাজে তাদের মর্যদাও বৃদ্ধি পাবে এবং গোটা পরিবারেরও উন্নয়ন হবে।
- নারীদের উচিত পাবসস-এর সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।
- নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
- বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা বিশেষ করে কৃষি অধিদপ্তর , মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর এর মাধ্যমে যে সকল প্রশিক্ষণ হয় সেই সকল প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করা।
- বাড়ী ভিত্তিক খামার করা।
- সমিতি ঋণ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে এবং ঋণ নিয়ে যে কোন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ঋণ গ্রহীতার থাকবে।
- খামার ভিত্তিক আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করা।
- দুঃস্থ নারীদেরকে পাবসস এর মূলধন থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।
- পাবসস এর নারীদের বুঝাতে হবে নারীরা যতবেশী পাবসস এর সদস্য হবেন তাদের তত বেশী সঞ্চয় ও শেয়ার বাড়বে। ফলে তাদের দিন দিন মূলধন বাড়বে এবং বড় ধরণের আয় বৃদ্ধি মূলক কাজ হাতে নিতে পারবেন এবং তাদের মুনাফাও বেশী হবে। পরবর্তীতে তারা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের ও তাদের এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।
- নারীরা যাতে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে বা করে সে ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

অধিবেশন-৬

৬.১ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর জন্য সুযোগ ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে। যদিও কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে তথাপি সকল জনগণের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে, দুঃস্থ ও গরীব মানুষের জন্য কর্মসংস্থান কিংবা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়। যেসব দুঃস্থ ও গরীব নারীরা অসহায় জীবনযাপন করে তাদেরকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে একজন নারী তথা একটি পরিবারের মঙ্গল সাধন হতে পারে। সব কাজে দুঃস্থ নারীদেরকে নিয়োগ দেয়া না গেলে তাদের জন্য মাটির কাজ, গাছ লাগানো ও যত্ন নেওয়ার মতো কাজসমূহ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে যা করতে তাদের প্রতিবন্ধকতা তুলনামূলকভাবে কম। অতীতেও এ ধরণের কাজে নারীদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে পরিবারের জন্য আয়বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উপ-প্রকল্পের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুফলসমূহের সাথে প্রকল্প এলাকার নারীদের অধিকতর সম্পৃক্তি ঘটানোর লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের সংগঠিত করা হয়। তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে উক্ত কাজে তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা হয়। যেমন- প্রয়োজনে বিশেষ করে উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা, উপ-বিধি প্রণয়ন ও পাবসস গঠনকালীন সময়ে শুধুমাত্র নারীদের সাথে আলাদা মিটিং/সভা করা এবং নারীদের সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য সহযোগীতা করা। পাবসস-এর বিভিন্ন সভায় আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিতে হয়। তাছাড়া নারীর কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমিতির সাপ্তাহিক সভা, সাধারণ সভাসহ যে কোন সভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে কমিটি এবং কর্মীকে তৎপর হতে হয়। পরবর্তীতে নারী সদস্যদের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন নিয়মিত মিলিত হবার সুবিধার্থে গ্রামভিত্তিক ছোটদল বা উপ-কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। তবে ছোটদল বা উপ-কমিটির মিটিং ছাড়াও যেন সকল নারী সদস্যরা একসাথে মিলিত হতে পারে সেজন্য বাৎসরিক নারী সম্মেলন করা যেতে পারে। আর নারী সম্মেলন করার জন্য ৮ই মার্চ (বিশ্ব নারী দিবস) কিংবা ২২শে মার্চ (বিশ্ব পানি দিবস) এই দুইদিনের যে কোন একটিকে বেছে নেয়া যেতে পারে।

নারীদের জন্য আলাদা মিটিং বা সভা করতে হলে কিংবা যেসব মিটিং বা সভায় নারীদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়

১) যে কোন মিটিং বা সভার স্থান নারীদের জন্য উপযোগী হতে হবে, যেমন- খোলা মাঠে নয়, মসজিদ বা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নয়, বাজার বা তৎসংলগ্ন স্থানে নয়। কারণ সাধারণত ঃ বিভিন্ন কারণে গ্রামীণ নারীরা এসব স্থানে যায় না কিংবা যাওয়ার অনুমতি পায় না।

২) যে কোন মিটিং বা সভার দিন/তারিখ নারীদের জন্য উপযোগী হতে হবে, যেমন- জুম্মার দিন কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে নয়, স্থানীয় হাটবারে নয়, কারণ সাধারণতঃ গ্রামীণ নারীরা পারিবারিক বিশেষ জরুরী কাজ ছাড়া এসব দিনে নিজ-বাড়ীর বাহিরে যায় না কিংবা যাওয়ার অনুমতি পায় না।

৩) যে কোন মিটিং বা সভার সময় নারীদের জন্য উপযোগী হতে হবে, যেমন- খুব সকালে কিংবা সন্ধ্যায় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জন্য উপযোগী সময় হলো সকাল **১১**টার পরে এবং বিকাল **৩**টার পরে তা হলে সংসারের কাজ সামলিয়ে তারা মিটিংয়ে আসতে পারে। তবে স্ব স্ব এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভিন্ন উপ-কমিটিসমূহে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ***"প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি"*** ও ***"পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটি"***তে এবং ***কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে*** কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক। নারী সদস্যদেরকে সমিতি ও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সময়মত জানানো এবং তাদের সাথে মতামত বিনিময়-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। পাবসস এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত ও জরুরী সকল বৈঠক বা সভায় উপস্থিতি এবং আলোচনায় সহায়তা করার ক্ষেত্রে নারীরা ভূমিকা রাখতে পারবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে তাকে সব সময় যে কোন বৈঠক, সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে নারীদের উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং উপস্থিতি কম দেখতে পেলে সে বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে জেনে নিতে হবে যে নারীদের উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ কি? নারীদের উপস্থিতি কম হওয়ার সাধারণ কারণসমূহ হতে পারেঃ ১) নারীদেরকে মিটিং বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় নাই, ২) কিংবা তালিকাভুক্ত করা হলেও দাওয়াত দেয়া হয় নাই, ৩) কিংবা দাওয়াতপত্র অনেক দেরীতে পাঠানো হয়েছে বলে তারা আসতে পারে নাই। যে কোন কারণই থাকুক না কেন সেটা পরিস্কারভাবে জেনে নিয়ে সে বিষয়ে সিএকে দিয়ে আরও খোঁজ খবর নিতে হবে এবং কোন সমস্যা থাকলে তা দূরীভূত করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং পরবর্তী সকল বৈঠক, সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে এবং সমিতিকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করতে হবে। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেটা শুধুমাত্র নারীদের থেকে জানলেই বাস্তবমুখী হবে এবং নারীদেরকেই জানানোর প্রয়োজন। যেমনঃ নারীদের সাথে যে কোন সভা বা মিটিং করতে হলে দিনের কোন সময়টা বেশী উপযোগী, সপ্তাহের কোন দিনে হলে সুবিধা হবে, সভার স্থান কোথায় হলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ইত্যাদি।

অধিবেশন-৬

৬.২ উপ-প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপায় অনুশীলন

উপ-প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপায় অনুশীলন (ক্ষেত্র, উপায়, নারীর ভূমিকা, পুরুষের ভূমিকা)

- গ্রামের নেতা, মাতব্বর বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগীতা এবং সচেতনতা নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার প্রধান শর্ত।
- নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এলাকার পুরুষ, নারীদের স্বামী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করা বা সম্পর্ক উন্নয়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন।
- নারীরা যাতে সভা/মিটিং এ সবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাদের বাস্তবমূখী চাহিদা পূরণের দিকে নজর দিতে হবে। বাস্তবমূখী চাহিদা পূরণ তখনই সম্ভব যখন সভার সঠিক স্থান ও সঠিক সময় বিবেচনা করা হবে।
- বাড়ীর নিকট সভার আয়োজন নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- সহজ ভাষার ব্যবহার এবং সঠিক বসার ব্যবস্থা নারীদের শোনার ও বুঝার সুবিধা হয় ।
- আঞ্চলিক ও সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- নারীদের সঠিক বসার ব্যবস্থা করতে হবে। যখন পুরুষ ও নারী একই সাথে সভা করেন তখন নারীদের সামনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা পরিস্কার ভাবে যে সকল বিষয় আলোচনা হবে তা শুনতে ও বুঝতে পারেন।
- যিনি আলোচনা করছেন বা সভা পরিচালনা করছেন তার দৃষ্টিভঙ্গি নারী ও পুরুষের মতামত নিতে সহায়ক হতে পারে।
- কোন সভায় যদি কোন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় নারীরা সহজে পুরুষদের সমান তালে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়।
- ক্ষুদ্র আকারে মডেল, ছবি এবং আঁকা ছবি নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের মতামত প্রদানে উদ্বুদ্ধ/সহায়ক।
- এলাকার শিক্ষিত নারী যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ধাত্রী, নার্স এবং টিচারদের সহায়তা নেয়।
- নারীদের সাথে তাদের কর্মস্থলে যোগাযোগ করা ।
- যে সকল নারীদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তারা যেন সকল শ্রেণীর নারীদের সাথে মেশার যোগ্যতা থাকে। তাদের কাজের জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ থাকে। তাদেরকে, নারী ও পুরুষ উভয়েই সম্মান করে থাকেন এবং পরিবার থেকে সহযোগীতা পেয়ে থাকেন। কখনও একক নারীকে নির্বাচন করা যেতে পারে যার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে। যারা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং যাদের চাকুরী বা প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা আছে। নারী প্রতিনিধিদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। একই প্রশিক্ষণ পুরুষদেরও দিতে হবে যাতে তারা মনে না করে তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে।

নারীর ভূমিকা,

- নারীদের উচিত পাবসস-এর সদস্য হওয়া।
- নিজের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা দেয়া।
- নিজেদের ভালমন্দ, সুবিধা-অসুবিধা প্রকাশের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করা।
- আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের আর্থিক উন্নয়ন করা তাতে পরিবারে তথা সমাজে তাদের মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে এবং গোটা পরিবারেরও উন্নয়ন হবে।
- নারীদের উচিত পাবসস-এর সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।

- নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
- বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা বিশেষ করে কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর ইত্যাদি।
- প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করা।
- সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা।

পুরুষের ভূমিকা

১. প্রত্যেক পুরুষের উচিত তাদের মেয়ে শিশুরা পুষ্টিকর খাবার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে কিনা তা দেখা।
২. পারিবারিক কাজে নারীদের সহযোগিতা করা।
৩. নারীদের পাবসস-এর সদস্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়া।
৪. নারীরা যাতে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করে তার ব্যবস্থা নেয়া।
৫. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নারীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে কি না তা দেখা।
৬. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া ও সহযোগিতা করা। এতে শুধু নারীরই উন্নয়নই হবেনা, পরিবারেরও উন্নয়ন হবে।
৭. পাবসস-এর বিভিন্ন উপ-কমিটিতে নারী সদস্য আছেন কি না, উপ-কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করছেন কিনা এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন কি না তা দেখা।
৮. এলসিএস নারী সদস্যরা সমান মজুরী পাচ্ছে কি না।
৯. নারী ও পুরুষ পাবসস-এর সকল সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে পাচ্ছেন কি না।
১০. বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা বিশেষ করে কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর ইত্যাদি বা বেসরকারী সংস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া বা যাবার সুযোগ করে দেয়া।

অধিবেশন-৭

ভিডিও প্রদর্শণ

অধিবেশন-৮

সমাপ্তি